সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৮/০৫/২০২২

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভা ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও সাবেক তথ্য কমিশনার ড. খুরশীদা বেগম। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদ এর সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বলেন রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক, জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, যান্ত্রিক, পুঁথিগত কোনো শিক্ষাদান পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। তিনি পাঠদানের ক্ষেত্রে ভ্রমণ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, গল্পের ছলে পাঠদান, বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা এবং প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। বই পড়া আনন্দের একটা অংশ হিসেবে মনে করতেন তিনি।

আলোচনায় প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম কবিগুরুর শিক্ষা দর্শন নিয়ে কথা বলেন। তিনি সবসময় মননশীল জনসমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর ছড়া, কবিতা ও গানে প্রকৃত মূল্যবোধের সংজ্ঞায়িত হয়। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যতম পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কাব্য সাহিত্যেই নয়, রাজনীতি, সমাজ কল্যাণ, দর্শন এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ আবুল মনসুর বলেন, এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্ঞানভিত্তিক ও সৃষ্টিশীল রচনার মাধ্যমে বাংলার মানুষকে সমৃদ্ধ করেছেন। আলোর দিশারী হয়ে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। তিনি করতেন ,ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার মিলনই যথার্থ শিক্ষা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব কে এম খালিদ, এমপি বলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত পূর্ববঙ্গকে বিকশিত করেছে নানাভাবে। তিনি আর উল্লেখ করেন, তাঁর লেখার মাধ্যমে বহু আগে থেকেই মহামানব আগমনের কথা তুলে ধরতেন। সেই মহামানব আর কেও না, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান যেমন অনস্বীকার্য ঠিক তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও তিনি আমাদের পথ নির্দেশ করে গেছেন বিভিন্ন ভাবে। তাঁর মতে শিক্ষার অর্থ শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়, জ্ঞান সাধনার সঙ্গে অনুভূতি বা সৌন্দর্যবোধের বা শিল্পবৃত্তির সাধনা এবং কর্মশক্তির বা ইচ্চশক্তির সাধনা।

সেমিনার ও আলোচনা সভা শেষে একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে করেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অনিমা রায়।

উল্লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ/ প্রচার করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

ড. শিহাব শাহরিয়ার
কীপার, জনশিক্ষা বিভাগ
বাংলাদশে জাতীয় জাদুঘর

বার্তা সম্পাদক

ঢাকা।